যুগান্তর

তারিখ 0-2-FEB 2008
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৭

পিআইডি

শুক্রবার ঢাকায় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০০৮ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' গ্রন্থের একটি সেট উপহার দেয়া হয়

একুশের বইমেলা উদ্বোধন করলেন প্রধান উপদেষ্টা

জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়নে সরকার আগ্রহী

যুগান্তর রিপোর্ট

গ্রন্থ রচনা, প্রকাশনা ও বিপণনকে আরও গতিশীল করতে একটি জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়নে সরকারের আগ্রহের কথা জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বলেছেন, জাতীয় জীবনে গ্রন্থ খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে বর্তমান সরকার একটি নতুন গ্রন্থনীতি প্রণয়নের ব্যাপারে আগ্রহী। জাতীয় গ্রন্থনীতি যাতে সত্বর আইন হিসেবে প্রণীত হতে পারে সে ব্যবস্থাও নেয়া হবে।

শুক্রবার বাংলা একাডেমীতে অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ড. ফখরুদ্দীন আহমদ এ কথা বলেন।

বাংলা একাডেমীর মাসব্যাপী বইমেলা উদ্বোধনকালে প্রধান উপদেষ্টা জানান, বাংলা একাডেমীর জন্য একটি যুগোপযোগী স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। তিনি বইমেলার পরিসর বৃদ্ধি করে ভবিষ্যতে এতে বিদেশী প্রকাশকদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমীর সভাপতি প্রফেসর হারুন অর রশিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী

সরকার : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

সরকার : প্রণয়নে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ শরফুল আলম। বক্তব্য রাখেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মোঃ আবু তাহের। উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, উপদেষ্টারা, সাবেক মন্ত্রী, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রাজনীতিক, কবি-সাহিত্যিক ও লেখকরা। প্রধান উপদেষ্টা উদ্বোধনী ভাষণের পর মেলাঙ্গনে বাংলা একাডেমীর বিক্রয় কেন্দ্রে ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন। পরে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। এর আগে জাতীয় সঙ্গীত, সূচনা সঙ্গীত, পবিত্র কোরআন, বাইবেল, গীতা ও ত্রিপিটক পাঠ করা হয়। পরে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। প্রধান উপদেষ্টা মেলাঙ্গন ত্যাগের পরপরই জনসাধারণের জন্য মেলা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এ সময় মেলায় ঢুকতে দোয়েল চত্বর থেকে টিএসসি পর্যন্ত পুরো সড়কে দর্শনার্থীদের ঢল নামে।

প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, মহান ভাষা আন্দোলনের এই অতুলনীয় অর্জনকে অর্থবহ ও মহিমান্বিত করে তুলতে হলে আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে একটি আলোকিত, শিক্ষিত এবং অগ্রসরমান সমাজ ও রাষ্ট্র। শুধু বই-ই হতে পারে সেই সাধনা, সেই অন্বেষণ, সেই সংগ্রামের হাতিয়ার। বইমেলার আয়োজন এবং বাংলা একাডেমীর মতো পুস্তক প্রকাশনা ও শিক্ষাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান তাই আমাদের অগ্রযাত্রায় অপরিহার্য সহচর। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, জাতীয় জীবনে নবজাগরণ ও গণতান্ত্রিক এই সন্ধিক্ষণে বই পড়া ও পাঠাভ্যাস বাড়ানোর লক্ষ্যে একটি মননশীল আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের প্রকাশক-লেখক-পাঠক সবাইকেই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, নতুন গ্রন্থনীতির মাধ্যমে দেশে গ্রন্থ প্রণয়ন, প্রকাশনা এবং স্থানীয় ও বিদেশী বাজারে বিপণন আরও বেগবান করতে হবে।

তিনি বলেন, বাংলা একাডেমী জাতির মননের প্রতীক। বর্তমানে একাডেমী যে আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তা প্রায় ত্রিশ বছরের পুরনো। যুগোপযোগী স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। এটা বাস্তবায়িত হলে একাডেমীর কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে। বাংলা একাডেমী ভবনের নির্মাণও শিগগিরই শুরু হবে। এর ফলে একাডেমীর কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ হবে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বর্তমান সরকার দেশে অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার ব্যাপারে আন্তরিক। সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলো থেকে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার দেশের যে কোন নাগরিকের আছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি-আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে ইতিমধ্যেই সিটিজেন্স চার্টার প্রণয়নের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই চার্টারের মাধ্যমে জনগণের কাছে সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। একটি তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের উদ্যোগও সরকার নিয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এই মেলা মহাপ্রদর্শনী : জাতীয় জীবনের অতীব প্রয়োজনীয় আয়োজন। বইমেলার পরিসর আরও বৃদ্ধি করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, পরিসর বৃদ্ধি করে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রকাশকদের অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, গ্রন্থমেলা আমাদের প্রাণের মেলা। জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজ নির্মাণে মেলা আরও বড় পরিসরে আয়োজন করা দরকার। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের চাকা বিনির্মাণে কাজ চলছে। দুর্নীতি বন্ধ করার কাজও চলছে। এসবের সঙ্গে জ্ঞানসমৃদ্ধ দেশ গড়তে মানসম্পন্ন বই প্রকাশও বাড়াতে হবে।

একাডেমীর মহাপরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ বলেন, মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহা যে মেলার সূত্রপাত করেছিলেন তা আজ অনন্য মেলায় পরিণত হয়েছে। এবারের মেলাকে আরও বেশি প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য নতুন নতুন আয়োজন ও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দর্শক-ক্রেতা, পাঠক-প্রকাশকরা যাতে নির্বিঘ্নে মেলায় চলাচল করতে পারেন, সেজন্য গেট বাড়ানো হয়েছে। বইয়ের সংবাদ পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে মিডিয়া সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।